রাজেশ্বরী

বি·কে
প্রোডাকসনস্
নিবেদিত

রাজদ্রোহী

তত্ত্বাবধান : সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য : কুণাল মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য তত্ত্বাবধান ও
অতিরিক্ত সংলাপ : ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী
সঙ্গীত পরিচালনা : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।
প্রধান ভূমিকায় : উত্তমকুমার—অঞ্জনা ভৌমিক
অন্যান্য ভূমিকায় : বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অনুপকুমার, বীরেশ্বর সেন, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, নিরঞ্জন রায়, প্রশান্ত কুমার, বুবু গাঙ্গুলী, সরযূ দেবী, সবিতা চ্যাটার্জী (বম্বে), কল্যাণী ঘোষ, রমা দাশ, জীবেন বোস, রণজিৎ সেন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, বটু, সুনীল, যতীন, বাসু, কল্যাণ, সুবল, বিজয়, বিশু, বুবি, ভানু, দিলীপ, সতু, হাসি মজুমদার ও সুশীল সরকার।
চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ
শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্যে)
শিল্প নির্দেশনা : রতীন ঠাকুর। **সহযোগী শিল্প-নির্দেশে :** বিজয় বোস
নৃত্য পরিচালনা : কেলু নায়ার। **সহকারী :** সুরেন সাহু
প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।
গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সুজিত সরকার (বহির্দৃশ্য)
সহকারী চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস
সহকারী শব্দগ্রহণে : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ঘোষ, এডলু, পাঁচু মণ্ডল
সহকারী পরিচালনায় : হিমাংশু দাশ গুপ্ত, বিজয় বোস, ধ্রুব দাস।

সম্পাদনা : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। **সহকারী :** বিপ্লব রায় চৌধুরী, কালিপ্রসাদ রায়।
আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর, অভিমন্যু, দুঃখিরাম, সুদর্শন, সন্তোষ, মারু, অবনী।
শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
পটশিল্পী : কবি দাস গুপ্ত
সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : অলোক দে
নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : বসীর আহমেদ। **সহকারী :** মুন্সীরাম শর্মা।
সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস, যতীন কুণ্ডু, দাশরথি দাস।
প্রচার সচিব : অমল সেন
প্রচার শিল্পী : নির্মল রায়, সুবোধ দাশগুপ্ত
স্থির চিত্র : পিক্‌স্ স্টুডিও
পরিচয় লিপি : দিগেন স্টুডিও
ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিঃ-এ আর, বি, মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত।
রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায়
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : খুকু সেনগুপ্ত (রাঁচী) **মণি গৃহ** (রাদু) লাল দাঁ (দি আর্মারী), **এ টি দাঁ, ইস্টার্ন** কম্যাণ্ড—ইণ্ডিয়ান আর্মি, রবীন লাহা ও **শেখর লাহা।**
ব্যবস্থাপনায় : পরেশ চক্রবর্তী। **সহকারী : সুনীল দত্ত,** ভগীরথ চক্রবর্তী, ত্রিনাথ বণিক্
প্রধান কর্মসচিব : পারিজাত বসু।
পরিবেশনা : চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

কাহিনী

অর্থপিশাচ শেঠ গোকুলদাস আর তার চেলা কান্তিলালের উৎপাতে সারা গ্রামবাসী অতিষ্ঠ। দেনার দায়ে দরিদ্রের সম্পত্তি যেন তেন প্রকারে আত্মসাৎ করাই তাদের পেশা। প্রতিবাদের সাহস বা শক্তি নেই কারো—দেশের রাজা পর্যন্ত শেঠজীর কাছে ঋণগ্রস্ত!

শেঠের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামের সুন্দরী মেয়ে চিন্তাবাঈ দাসীবৃত্তির কাজ নিয়েছে ঝর্ণাঘাটের জলছত্রে। চাষীর ছেলে প্রতাপ সিং তার মনের মানুষ। দুজনের চোখে রঙীণ স্বপ্ন : বিয়ে করে তারা সুখী হবে।

কিন্তু হঠাৎ এক বিরোধ বাধলো প্রতাপের সাথে শেঠ গোকুলদাসের। নকল দলিলের জোরে প্রতাপের সম্পত্তি দখল করতে এসে বাধা পেল গোকুলদাস। কান্তিলাল বন্দুক চালালো। প্রতাপের বিধবা মা ছুটে এলেন মাঝখানে। প্রতাপ বাঁচলো, গুলিবিদ্ধ মায়ের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। প্রতাপের হাত রাঙ্গা হলো মায়ের রক্তে। রক্তমাখা হাতেই ন্যায়বিচারের আশায় প্রতাপ ছুটে গেল কোতোয়ালীতে। গোকুলের দলবল আগেই সেখানে প্রতাপকেই মাতৃঘাতী বলে প্রতিপন্ন করেছে। ব্যর্থমনোরথ প্রতাপ গেল রাজদ্বারে। সেখানেও একই প্রহসন। বিক্ষুব্ধ প্রতাপ মরিয়া হয়ে উঠলো শয়তানীর বিরুদ্ধে। গভীর রাত্রে সে গোকুলের গৃহ আক্রমণ করলো। গোকুলকে সে হত্যা করতেই উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু শেষমুহূর্তে গোকুলের স্ত্রীর কাতর অনুনয়ে সে তাকে প্রাণভিক্ষা না দিয়ে পারলো না। তবু আসার আগে গোকুলের সমস্ত জাল দলিল সে পুড়িয়ে দিয়ে এলো—সংগে নিয়ে এলো বেশ কিছু গোকুলের জমানো মোহর।

প্রতাপের এই প্রতিহিংসা কিন্তু তার প্রণয়িনী চিন্তাবাঈর মনঃপূত হলো না। চিন্তার তিরস্কারে অভিমানী প্রতাপ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

এদিকে ফেরারী প্রতাপকে ধরবার জন্য পরোয়ানা জারী হয়েছে। খবরটা প্রতাপকে জানানো দরকার। চিন্তা, আর প্রতাপের বহুকালের বিশ্বস্ত চাকর লক্ষ্মণ তাকে খুঁজে বের করলো নাগিয়ানার জঙ্গলে। সাবধান করে এলো সে যেন জঙ্গল ছেড়ে বাইরে না বেরোয়। লক্ষ্মণের কাছে খোঁজ নিয়ে প্রতাপের সংগী সাথীরা দল সবাই একে একে সেই জঙ্গলে এসে জুটলো। সবার আগে এলো ভীমভাই—প্রতাপের প্রাণের বন্ধু। শেঠ রতিলালের একমাত্র কন্যাও তার সংগে পালিয়ে এসেছে : সামান্য কিছু খাবার আর একটা ঘোড়া নিয়ে তারা এসেছে। লক্ষ্মণ এবং প্রতাপের অন্যান্য অনুচরেরা ইতিমধ্যে কোতোয়ালীতে ধরা পড়লো। প্রচণ্ড প্রহারেও

লক্ষ্মণ সেখানে প্রতাপ বা ভীমের হদিশ কবুল করলো না। প্রতাপের অনুচরেরা প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এলো জঙ্গলে প্রতাপের কাছে। এলো না শুধু চিন্তা আর লক্ষ্মণ—তাদের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে। জঙ্গলে না আছে খাবার, না আছে আশ্রয়—প্রাণের দায়ে প্রতাপের দল শেষ পর্যন্ত ডাকাতি শুরু করলো। ধনীদের যম হলেও ডাকাত প্রতাপ গরীবদের কাছে কিন্তু দেবতা হয়ে উঠলো।

প্রতাপের আতঙ্কে শেঠের দল সেনাপতি তেজসিংকে পাঠিয়ে প্রতাপকে বন্দী করার জন্যে রাজার কাছে আবেদন জানালো। সৈন্য নিয়ে সেনাপতি তাদের ধরতে আসছেন, চিন্তার মারফৎ গোপনে এই সংবাদ পেয়ে দলবল নিয়ে প্রতাপ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রতাপের কৌশলে সেনাপতিই বন্দী হলেন তাদের হাতে। সেনাপতিকে মুক্তি দেবার আগে দেশের দুঃখদারিদ্র্যের কথা সবিস্তারে প্রতাপ জানিয়ে দিল তাঁকে।

চিন্তার সঙ্গে বহুদিন দেখা নেই প্রতাপের। ডাকাতি ছেড়ে সে স্বাভাবিক মানুষের মত বিয়ে-থা করে সংসার করতে চায় এই কথাই সে এক সুযোগে একদিন জানাতে এসেছিল চিন্তাকে। নেপথ্য থেকে কান্তিলাল যে তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছে সে জানতো না। তার চলে যাবার পরেই চিন্তা বন্দী হলো কান্তিলালের হাতে। চিন্তা বন্দিনী এই খবর নিয়ে চিন্তার পোষা কবুতরটি উড়ে এলো প্রতাপের কাছে। প্রতাপ যদি সূর্যাস্তের আগে আত্মসমর্পণ না করে তবে ধূর্ত কান্তিলালের সঙ্গেই বিয়ে হবে চিন্তার।

প্রতাপের সামনে এক দুরূহ অগ্নিপরীক্ষা। কী করবে প্রতাপ? কী করে সে উদ্ধার করবে চিন্তাকে? সে কি এই চরমমুহূর্তে আত্মসমর্পণ করবে, না প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চিন্তার সর্বনাশ জেনেও লুকিয়ে থাকবে শাস্তির ভয়ে?
এই কঠিন প্রশ্নের মর্মান্তিক সমাধানই "রাজদ্রোহী" চিত্রনাট্যের উত্তেজনাপূর্ণ শেষ অধ্যায়।

সঙ্গীতে

(ওলো) মন-ময়ূরী খুশীর পাখা তোল্
দে দোলা দোলা দে দোল্।
মধুমতী কন্যা,
যেন রূপের বন্যা
ভীরু পায় কাছে আয়, দূরে সরে যাস না।
দোহাইরে তোর মানের বালাই—ভোল্,
দুটি চোখের আয়না কি,
দেখতে আমায় পায়না কি
বল্ ওলো বল্
বল্‌রে—।
কাছে থেকেও রয়না যে,
প্রাণের পীতম্ হয়না সে,
হায়রে হায়রে দিসনে দাগা
ছেড়ে দে ছেড়ে দে—
তোর ঐ ছল্
ছল্‌রে ॥
ফুলের বুকে মধু কেন থাকে —
ভোমরা শুধু খবর যে তার রাখে
না না, যেওনা, চলে যেও না
যেতে চেও না।
ওগো, কথা রাখো
কাছে মোর থাকো ।।

২

আকাশে চাঁদের আলো
আকাশেই মানায় ভালো।
মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়
আঁধার মুছে প্রাণে যেন আলো দিতে চায়
মানা মানে না মন
কেন মানা মানে না মন
এমন খুশীর ঝর্ণাধারায়
কে জানে কোথায় হারায়
আয়রে আয়রে দেখে যাও চাঁদ
ও চাঁদ তোমার হাসি ঢালো।।

চলি মোরা যে পথ ধ'রে
পায়ে পায়ে ধূলি ওড়ে,
চলার পথে দেখিনা তো
পিছনে কি রইল প'ড়ে

হারিয়ে যাবার কোন্ সে ডাকে
লুটে নেব আকাশটাকে
নতুন সুরে প্রাণের মাঝে
কোন অজানার বাঁশী বাজে

ঘরের প্রদীপ দমকা হাওয়ায়
না হয় নিভে যাক
চাঁদের আলোয় দু চোখ মোদের
স্বপ্নে ভরে যাক
ও মন এবার প্রদীপ জ্বালো।।

৩

কি দিয়ে হবে প্রভু আজ তোমার পূজা করা
ভাবি পায়ে দেব ফুল দেখি সেত কাঁটা ভরা ॥
কি জানি কি অভিশাপে
মন ভরে আছে পাপে
মনভরা পাপ নিয়ে মিছেই যত মন্ত্রপড়া।।
পৃথিবীর এ কি হলো
দীনবন্ধু দয়াময় অশিব বিনাশ করো।
অকূল আঁধার মুছে আকাশ আলোয় ভরো।
হাতে তুলে নাও বাঁশী—
অধরে জাগাও হাসি—
তোমারে যে চায় আজ তোমারই বসুন্ধরা ।।

৪

মন নিলে মন দিতে হয় যে বঁধু —
ফুলে ফুলে কেন থাকে মধু
সে কি জানো না সে কি জানো না?
ফুলে যদি সয় কাঁটা সয়না সে প্রাণে
সে কি মানো না।।
হয় তুমি মালা কাড়ো
না হয় আমার পথ ছাড়ো
আঁচলে যে বিঁধে আছে চোর কাঁটা
হিন্দোলে দোল দোলে মন ভোলে
তবু কাছে টানো না।
কি জানি গো কেন মনে যে সুর জাগে না—
এ মন দিয়েও যেন কিছুই ভালো লাগে না,
কেন তবু মাঝে মাঝে বুকে শুধু ব্যথা বাজে।
প্রদীপে যে পুড়ে মরে প্রজাপতি
উল্লাসে ফুল হাসে গান আসে
হাসি কেন আনো না।।

৫

কোথাও আমার নেই সময় থামার
আমি যাযাবর
পথেই বাঁধি ঘর।
সাদাকে কালো করি কালোকে সাদা,
গোলামিতে নই কারো সেলামে বাঁধা
বুঝি নাত কে আপন
কে আমার পর।।
হায়রে হায়রে হায়রে
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলি, কে বাধা দেবে?
মানুষকে ভালবাসি শুধু মানুষ ভেবে।
কখনোও শান্ত আমি
কখনো বা ঝড়।।

"অনুষ্টুপ ছন্দ" এবং "রাজদ্রোহী"র পরে

চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের

পরিবেশনায়

॥ স্যুটিং চ'লছে ॥

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা-১৩